১৫-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস:১৮-০১-৮২ মধুবন

১৮ জানুয়ারী দায়িত্বের মুকুট ধারণ দিবস

আজ জগতের প্রকাশ-স্রোত(জগতের নূর = আলো) নিজের প্রকাশ পুঞ্জদের (নূর-এ রত্ন) সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। হারানিধি বাচ্চারা হল বাবার প্রকাশ পুঞ্জ । শরীরে যেমন -- চোখে আলো না থাকলে জগতও নেই(জগৎ অন্ধকার), তেমনই বিশ্বে তোমরা রুহানী আলোরা না থাকলে বিশ্বে আলো নেই , বিশ্ব অন্ধকার । তো তোমরা সবাই হলে বাপদাদার নয়নের আলো অর্থাৎ বিশ্বের জ্যোতি স্বরূপ । আজকের বিশেষ স্মৃতি দিবসে বাপদাদার কাছে সবার স্নেহের গান অমৃতবেলা থেকে স্বদেশে শোনা যাচ্ছিল । প্রতিটি বাচ্চার গান একে অপরের চেয়ে বেশী মধুর শোনা যাচ্ছিল । মিষ্টি মিষ্টি রুহ-রিহানও অনেক শুনেছি। বাচ্চাদের প্রেমের মুক্তো-মালা বাপদাদার গলায় এসে পড়ল। এমন মুক্তো-মালা বাপদাদার গলায় সম্পূর্ণ কল্পে বর্তমানেই এসে পড়ে। তারপর আর কখনও এমন অমূল্য স্নেহের মুক্তো-মালা গাঁথা হয়না, গলায় পরানো হয়না। এই এক-একটি মুক্তোর ভিতরে কি সমায়িত ছিল , প্রতিটি মুক্তোর ভিতরে ছিল - " আমার বাবা " , " বাহ্ বাবা " । বলো তো কতগুলি মালা হবে ? আর এই মালা দ্বারা-ই বাপদাদা কি সুন্দর অলৌকিক রূপে সুসজ্জিত , শৃঙ্গারিত রয়েছেন হবে। যেমন স্থূলরূপে স্নেহের প্রমাণ স্বরূপে মালা দিয়ে সাজানো হয়। তো এখানে স্থূলরূপে সাজানো হয়েছে কিন্তু স্বদেশে অর্থাৎ সুক্ষ্মবতনে অমৃতবেলা থেকেই বাপদাদাকে সাজানো আরম্ভ হয়। একের পর এক মালা দিয়ে বাপদাদার শৃঙ্গার সুন্দরতম হয়েছে। তোমরা সবাই ঐ চিত্র দেখছ তো ?

আজকের এই বিশেষ দিনটি হল সব বাচ্চাদের মুকুট ধারণের দিন । আজকের দিনে আদি দেব ব্রহ্মাবাবা নিজে সাকারী দায়িত্ব অর্থাৎ সাকারী রূপের সেবার মুকুট , নয়নের দৃষ্টি দ্বারা হাতে হাত মিলিয়ে , মুরব্বী বাচ্চাদের অর্পণ করেছেন। তো আজকের এই দিন হল ব্রহ্মাবাবার সাকার রূপের দায়িত্বের মুকুট বাচ্চাদের দান করার মুকুট-ধারণ দিবস । (দাদিকে) আজকের দিনটি স্মরণে আছে তো ? আজকের এই দিনটি হল ব্রহ্মাবাবার " বাবা সমান ভব " বাচ্চাদেরকে এই বরদান দেওয়ার দিন।

ব্রহ্মাবাবার অন্তিম সংকল্পের শব্দ বা নয়নের ভাষা শুনেছ কি ? কি ছিল ? নয়নের ইশারার শব্দ এই ছিল " বাচ্চারা , সর্বদা বাবার সহযোগের বিধি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করবে। " এই ছিল অন্তিম শব্দ , বরদানী শব্দ প্রত্যক্ষফল স্বরূপে দেখছেন। ব্রহ্মাবাবার অন্তিম বরদানের সাকার স্বরূপ হলে তোমরা সবাই। তোমরা হলে বরদানের বীজ দ্বারা উৎপন্ন ভ্যারাইটি ফল। আজ শিববাবা ব্রহ্মাকে বরদানের বীজ দ্বারা সৃজিত সুন্দর বিশাল বৃক্ষ দেখাচ্ছিলেন। সাইন্সের সাধন দ্বারা অনেক প্রচেষ্টা চলছে যে একটি বৃক্ষে ভ্যারাইটি ফলের উৎপত্তি হোক কিন্তু ব্রহ্মাবাবার বরদানের বৃক্ষ , সহজ যোগের পালনায় পালিত বৃক্ষ হল কত বিচিত্র এবং হৃদয় মোহিত বৃক্ষ স্বরূপ। একটি বৃক্ষে ভ্যারাইটি ফল রয়েছে । আলাদা আলাদা বৃক্ষ নয়। বৃক্ষ হল একটাই কিন্তু ফল রয়েছে অনেক প্রকারের । এমন বৃক্ষ দেখছ কি ? প্রত্যেকে নিজেকে এই বৃক্ষে দেখছ কি ? তো আজ বতনে এমন বিচিত্র বৃক্ষ ইমার্জ হয়েছিল । এমন বৃক্ষ সত্যযুগে হবেনা । হ্যাঁ , সাইন্সজন যে চেষ্টা করছে তার ফল তোমরা একটু আধটু পেয়েই যাবে। একটি ফলে দু-চারটি ফলের রসের অনুভব হবে। পরিশ্রম করবে তারা , ফল খাবে তোমরা। এখন থেকেই খাচ্ছো নাকি ?

তো শুনলে আজকের দিনটি হল কি ? আজকের দিন যেমন আদিকালে ব্রহ্মাবাবা স্থূল ধন উইল করেছেন বাচ্চাদের , এমনই নিজের অলৌকিক প্রপার্টি বাচ্চাদের উইল করলেন। তো আজকের এই দিন হল বাচ্চাদের উইল করার দিবস। এই অলৌকিক প্রপার্টির উইলের আধারে কাজে এগিয়ে যাওয়ার উইল পাওয়ার প্রত্যক্ষফল দেখাচ্ছে । বাচ্চাদের নিমিত্ত করে উইল-পাওয়ারের উইল করেছেন। আজকের দিন বিশেষ বাবার সমান বরদানী স্বরূপ ধারণ করার দিবস। আজকের দিন হল - স্নেহ এবং শক্তি কম্বাইন্ড স্বরূপের বরদানী দিন। প্র্যাক্টিকাল অনুভব করেছ কিনা - দুইয়েরই ? অতি স্নেহ এবং অতি শক্তি । (দাদিকে) অনুভব স্মরণে আছে তো ? মুকুট-ধারণ হয়েছে কিনা ? আচ্ছা - আজকের দিনের গুরুত্ব জানলে তো । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা বাবার বরদানে বৃদ্ধিরত , সর্বদা একমাত্র বাবা আর কেউ নয় , এই স্মৃতি স্বরূপে , সর্বদা ব্রহ্মাবাবা সমান ফরিস্তা ভব - এই বরদানে বরদানী , এমন সমান এবং কাছের বাচ্চাদেরকে বাপদাদার সমর্থ দিবসে স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

দাদি-দিদিদের *সঙ্গে* :-

সাকার বাবার বরদানের বিশেষ অধিকারী আত্মা তো তোমরা ? সাকার বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কি বরদান দিয়েছেন ? যেমন ব্রহ্মাকে আদিকালে বরদান প্রাপ্ত হয়েছিল ততত্বম্ । তেমনই ব্রহ্মাবাবাও বাচ্চাদেরকে বিশেষ ততত্বম্ - এর বরদান দিয়েছেন। তো বিশেষ ততত্বম্ - এর বরদানের অধিকারে অধিকারী হয়েছ । এই বরদানটিই সদা স্মৃতিতে রেখো অর্থাৎ সমর্থ আত্মা হও। এই বরদানের স্মৃতিতে যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্মে শিববাবা প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছেন তেমনই তোমাদের প্রতিটি কর্মে ব্রহ্মাবাবা প্রত্যক্ষ হবেন। ব্রহ্মাবাবাকে প্রত্যক্ষ করবে এমন আদি রত্ন খুবই কম নিমিত্ত আত্মারা রয়েছে । তোমরা হলে বিশেষ আত্মা যাদের চেহারার আধারে ব্রহ্মার মূর্তি অনুভূতি করবে এবং করেও থাকে। ব্রহ্মাকুমারী নয়। ব্রহ্মা বাবার সমান , ব্রহ্মা বাবার অনুভূতি হবে। এমন সেবার নিমিত্ত বরদানী বিশেষ আত্মা হলে তোমরা। সবাই কি বলে ? বাবাকে দেখেছি , বাবাকে পেয়েছি । তো অনুভব করায় যারা , প্রত্যক্ষ করায় যারা , আসলে তারা কারা ? তোমরা মুকুটধারী বিশেষ আত্মারা এখন পুনরায় শীঘ্রাতিশীঘ্র ব্রহ্মাবাবা এবং ব্রহ্মা বৎসগণ শক্তিরূপে , শক্তিতে শিব সমায়িত রয়েছেন , শিবশক্তি এবং সাথে ব্রহ্মাবাবা , এমন সাক্ষাতকার চারিদিকে আরম্ভ হয়ে যাবে। ব্রহ্মাকুমারীদের পরিবর্তে ব্রহ্মাবাবা দেখা দেবেন। সাধারণ স্বরূপের বদলে শিবশক্তি স্বরূপ দেখা দেবে। যেমন আদিকালে সাকার লীলা দেখেছ। তেমনই অন্তকালেও দেখা দেবে। শুধু এখন অ্যাডিশন শিবশক্তি স্বরূপের সাক্ষাতকার হবে। তবুও সাকার পিতা তো ব্রহ্মা হলেন তাইনা । তো সাকারে উপস্থিত বাচ্চারা বাবাকে দেখবে এবং অনুভব করবে। এই খবরও শুনবে। ব্রহ্মাবাবার সহযোগের , শুধু দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তীব্রগতিতে সহযোগী হয়েছেন কারণ ড্রামা অনুসারে বৃদ্ধি হওয়ার অনাদি নুঁধ অর্থাৎ অনাদি ভবিতব্য ছিল।

এমনিতেও বিশাল স্থান যদি আলোকিত করতে হয় তবে কি করা হয় ? আলোর ব্যবস্থা উঁচুতে করতে হয় কিনা ! সূর্যও বিশ্বকে তখনই আলোকিত করে যখন উঁচুতে থাকে। তাহলে সাকার সৃষ্টিকে সকাশ দিতে হলে ব্রহ্মাবাবাকেও উঁচু স্থানের নিবাসী হতে হয়েছে। এখন তো সেকেন্ডে যেখানে প্রয়োজন নিজের কাজ করতে পারেন এবং করাতে পারেন। মুখের কথায় , পত্র ইত্যাদি লিখে

কিভাবে এত কাজ করতেন তাই তীব্র বিধি দ্বারা বাচ্চাদের সহযোগী হয়ে কাজ করছেন। সবচেয়ে তীব্রগতির সেবার সাধন হল - সংকল্প শক্তি । তো ব্রহ্মাবাবা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের বিধি দ্বারা বৃদ্ধির সেবায় সদা-ই সহযোগী আছেন। ফলে বৃদ্ধির গতি তীব্র হয়েছে তাইনা ! বিধি হল তীব্র ফলে বৃদ্ধিও হয়েছে তীব্র । বাগানের সৌন্দর্য দেখে আনন্দ অনুভব হয় কিনা ? আচ্ছা ।

সাকার *বাবার* *লৌকিক* *পরিবার* - *(* *নারায়ণ* *দাদা* *এবং* *ওনার* *যুগল* *) *

সব কাজ ঠিকমতো চলছে তো ? এখন জাম্প কখন দেবে ? এত বৃদ্ধি দেখে সহজ বিধি অনুভব হয়না কি ? কি ভাবছো ? সংকল্পেরই তো কথা কিনা ? আর কিছু আছে কি ? সংকল্প করবে আর পূর্ণ হবে। এই (বিদেশী) এত দূর দূর থেকে পৌঁছে গেছে , কিসের আধারে ? সংকল্প করতেই হবে , করাই হয় , তাই পৌঁছেও গেলে তাইনা । তো দূর থেকে দৃঢ় সংকল্পের আধারে অধিকারী হয়েছ কিনা । তোমরা তো হলে শৈশবের অধিকারী কিনা। শৈশবের কথা স্মরণে আছে ? তো কি রূপে পরিণত হচ্ছো ? দেখবে নাকি বাবার সমান উড়ন্ত কলায় গিয়ে বাবার সমান ফরিস্তা রূপে পরিণত হবে ? দেখছ তো তোমরা। কত সময় আরও দেখবে ? কত সময় আরও ভাববে ? আরও কত সময় নেবে ভাবার জন্যে ? বাপদাদা সেই স্নেহের ডানার সাহায্যে বাচ্চাদের ওড়াতে চাইছেন। তো স্নেহের ডানায় বসবার জন্যে কি করবে ? ডবল লাইট তো হতেই হবে তাইনা ! সবকিছু করতে করতে ডবল লাইট তো হতে পারো তাইনা ! শুধু কল্পনার খেলা মাত্র । এক সেকেন্ডের খেলা। তো সেকেন্ডের খেলা খেলতে পারো ? বাবা কি করেছেন ? সেকেন্ডের খেলা খেলেছেন তাইনা ? যখন দুজনেই একে অপরের সহযোগী হবে তখন করতে পারবে । একটি চাকা ঘুরবেনা। দুটি চাকার প্রয়োজন আছে। তবু বাপদাদার ঘরে তো আসো কিনা। বাপদাদা তো সর্বদা বাচ্চাদের উপর থেকে দেখেন। উঁচু বাবা বাচ্চাদেরও উঁচুতে দেখতে চান । এইটাই তো কায়দা কিনা ! এখন বাচ্চারা কোথায় সীট নেয় সেটা বাচ্চারা তোমাদের হাতে। ভেবে নাও বরং ভালো করে কিন্তু এইটা হল সেকেন্ডের কথা। সওদা করতে তো হবে সেকেন্ডের মধ্যে । আচ্ছা ।

আবু *কনফারেন্সের* *জন্যে* *কোনো* *বিশেষ* *প্ল্যান*

আবু সম্মেলনে স্নেহী করে আনবে শুধুমাত্র ভি.আই.পিদের নয়। তোমরা স্নেহী করে আনবে - এখানে সম্বন্ধ জুড়ে যাবে। (স্নেহী করার সাধন কি ?) যত বাবার মহিমা করবে সত্যতার সঙ্গে ততই ওরা মোহিত হতে থাকবে। তোমরা বাবা-বাবা বলতে থাকবে , মহানতা শোনাতে থাকবে আর তারা স্নেহী হতে থাকবে। যেখানে মহানতার অনুভূতি হয় সেখানে আপনা-আপনি মাথা নত হয়। যেমন ভক্তরা জড়-চিত্রে মহানতার ভাবনা রাখে তাই মাথা নত হয়। কোথায় সে হল জড় , কোথায় এই হল চৈতন্য , তবুও মাথা নত হয়। এখানেও দেখো কেউ প্রাইম মিনিস্টার অথবা প্রেসিডেন্ট আছে তো তাদেরও মহানতার সামনে অটোমেটিক মাথা নত হয়। তো তোমরাও বাবার মহানতা শোনাতে থাকো , তাদের মাথা নত হতেই থাকবে। তোমরা তো হুশিয়ার হয়েছ তাইনা ! সাইন্সের নলেজও আছে আর সাইলেন্সেরও , দেশেরও আছে তো বিদেশেরও নলেজ আছে। তো অনুভব হল একটি শক্তি , সবচেয়ে বড় শক্তি হল অনুভব । অনুভব শেয়ার করলে সবাই খুশী হয় কিনা । অনুভবী স্বয়ং শক্তিশালী হয়ে যায়। এইটিও একটি বড় অস্ত্র বিশেষ । এমনিতেও বক্তা তো অনেক আছে কিন্তু অনুভব করার শক্তি কারো কাছে নেই। এখানে বিশেষত্বই হল অনুভবের ।

বক্তার চেয়ে অনুভবীর গুরুত্ব বেশী । ধীরে ধীরে সাইন্স বিশেষজ্ঞ , শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ সকল গণ্যমান্য জনেরা বুঝবে যে আমাদের জ্ঞান ওপর ওপর, ফাউন্ডেশান নেই । আর এদের অনুভব হল ফাউন্ডেশানের । যদিও চন্দ্রমার মাটিতে পৌঁছে গেছে কিন্তু নিজের অনুভূতি নেই। চন্দ্রমার যাত্রা করে কি হয়েছে? এই কথা অনুভব হবে কিন্তু শেষে কি করবে কারণ উত্তরাধিকারী তো হওয়ার নেই। তাই শেষের সময়ে সাইন্স অর্থাৎ শস্ত্রধারী এবং শাস্ত্রধারী দুজনেই বুঝবে আমরা কেমন এবং এরা কেমন ! আচ্ছা –

সবাই খুশী তো তাইনা ! কোনো মুশকিল নেই তো ! সহজযোগী হয়েছ ? সহজ সেবাধারী হয়েছ ?

(বিদেশের বোনেরা , দিদি – দাদিদের বিদেশে এসে সেবা করার নিমন্ত্রণ দিচ্ছে) বর্তমান সময়ে যখন '৮৩–র শুরুতে এখানে সবাইকে আনতে হবে , আর সবাইকে এখানে আসতেই হবে তো এখানকার সেবার উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর ওখান থেকেও যদি এমন কোনো নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয় ইউ.এন.ও (U. N. O) ইত্যাদি থেকে তবে নিশ্চয়ই যেতে হবে। বাকি যে নিজের কনফারেন্স ইত্যাদি করো তারজন্যে এত প্রয়োজন নেই কেননা তাদেরই এখানে আনতে হবে তাই সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে এখন এতটা দরকার নেই। বাকি এখন বিদেশ তো এমন হয়েছে , এখনই এখানে , পরক্ষণেই ওখানে । এমন কোনো কাজ থাকলে পৌঁছে যাবে।

ইউ.এন.ও তে যে সম্পর্ক বাড়ছে , এইটিও একরকম সেবা। আরও যত হয় তাদের হোমলী সম্পর্কে নিয়ে এসো। যেমন এই স্যালি (Sally Swing ইউ.এন.ও থেকে) এসেছে শুধুমাত্র স্নেহের সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়ে তাইনা । প্রেমের পালনা প্রাপ্ত হয়েছে কারণ বড় অফিসার যেখানে যায় সেখানে ঐ পোস্টে অফিসিয়াল থাকে , প্রেমের পালনা তারা পায়না । এখানে তো সম্বন্ধের রস প্রাপ্ত হয়। এইটিই হল এখানকার বিশেষত্ব । যে সম্পর্কে আসবে তাদের যেন পরিবারের অনুভূতি হয়। যেন অনুভব করে যে এরা অনেকের কাছের হারানিধি আত্মা । সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এইটাই হল সেবা। যত যত কাছে আসবে অনুভব করবে যে এদের কাছেই সর্ব প্রাপ্তি আছে।

স্টীভ–নারায়ণ *(গায়ানা–র* *উপরাষ্ট্রপতি)* *তাদের* *পরিবারকে* *স্মরণ–স্নেহ* *দিচ্ছেন*

ওনাকে হৃদয়ের গভীর থেকে অনেক স্নেহপূর্ণ স্মরণ দিও। তন–মন–ধন তিনটি বিধি দ্বারাই পূর্ণ সহযোগী , নিশ্চয়বুদ্ধি , নম্বরওয়ান বাচ্চা তারা। ওখানের বাজেটের জন্যে আসেননি কিন্তু পান্ডব সরকারের বাজেটের প্রোগ্রামে বুদ্ধির বিমানের দ্বারা এখানে পৌঁছে গেছেন। খুবই নম্রচিত্ত ঐ বাচ্চা । পুরো পরিবারটাই ড্রামা অনুসারে সার্ভিসেবল । সাহসও ভাল রয়েছে । পরিবারটাই স্নেহে পরিপূর্ণ । অন্ধশ্রদ্ধা নয়, নলেজের আধারে স্নেহী । এনাদেরই সম্পর্কে আমেরিকায় পৌঁছানো গেছে। ইনি বেহদের সেবার নিমিত্ত স্বরূপ বিশেষ আত্মাদের সেবায় নিমিত্ত রয়েছেন । ইহাকেই বলা হয় এক আত্মার নলেজের প্রভাবে অনেকে প্রভাবিত। মাইকটি হল বিশাল । এনাকে দেখে ওখানকার সরকারও ভাল রকম প্রভাবিত। নলেজের , যোগের ভাল প্রভাব রয়েছে । ভাল সেবাধারী ।

বরদান : হদের ইচ্ছাগুলির ত্যাগ করে ভাল হওয়ার বিধি দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব।

ব্যাখ্যা : যারা হদের (দেহ ও দুনিয়ার) ইচ্ছা রাখে , তাদের ইচ্ছা কখনও শেষ হয়না । যারা ভাল হয় তাদের সব ইচ্ছা স্বত:তই পূর্ণ হয়। দাতার সন্তানদের কিছু চাইবার দরকার নেই। চাইলে কিছুই প্রাপ্তি হয়না । চাওয়া অর্থাৎ ইচ্ছা । বেহদের সেবার সংকল্প হদের ইচ্ছা বিহীন হলে অবশ্যই পূর্ণ হবে তাই হদের ইচ্ছার পরিবর্তে ভাল হওয়ার বিধি আয়ত্ত করে নাও তাহলেই সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

শ্লোগান : স্মরণ এবং নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা মায়াজিত হওয়াই বিজয়ী স্বরূপ হওয়া ।

তপস্বী মূর্ত হও :

সূর্যের কিরণ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তেমনই তপস্বী মূর্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজে স্থিত হয়ে সর্বশক্তি এবং বিশেষত্ব রূপী আলোক কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এমন অনুভব করো। " আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি হলাম বিঘ্ন-বিনাশক আত্মা " , এই স্বমানের স্মৃতির সীটে স্থিত হয়ে যাও।